Times Today BD

মুহাম্মদ দিদারুল আলম | চট্টগ্রাম | 08 May, 2025

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী বলেছেন, চট্টগ্রাম বন্দরের বে টার্মিনাল ২০৩০ সালে চালুর আশা করা হচ্ছে। সেখানে ২৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে। বে টার্মিনাল প্রকল্পের দুটি টার্মিনালে বিদেশি দুটি কোম্পানি মোট ২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ (এফডিআই) করবে।

বৃহস্পতিবার (৮ মে) চট্টগ্রাম বন্দরের প্রস্তাবিত বে টার্মিনাল এলাকা পরিদর্শন করে এ কথা বলেন তিনি।

বে টার্মিনাল এলাকা পরিদর্শনকালে বিডা চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী বলেন, সিঙ্গাপুর আমাদের একই সময়ে স্বাধীন হয়েছে।স্বাধীন হয়ে তারা আজকে একটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট লেভেলে চলে গেছে এবং সেটা চলে যাওয়ার পেছনে তাদের পোর্টের কন্ট্রিবিউশন সবচেয়ে বেশি। তারা তো একটা ট্রেডিং হাবে পরিণত হয়েছে। সুতরাং পিএসএর খুবই ভালো এক্সপেরিয়েন্স।তারা ওই এক্সপেরিয়েন্সটা নিয়ে আসবে, আমাদের সাথে বেস্ট প্র্যাকটিসগুলো নিয়ে আসবে এবং আমরা এস্টিমেট করছি যে, এই পিএসএ এবং ডিপি ওয়ার্ল্ড রাফলি এক বিলিয়ন ডলার করে এই প্রজেক্টে ইনভেস্ট করবে।আমরা প্রায় দুই বিলিয়ন ডলারের মতো একটা ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের চেহারা দেখতে পাব। এটা গ্র্যাজুয়ালি আসবে। সো ওনাদের কনস্ট্রাকশন পিরিয়ডের মধ্যে ওনারা গ্র্যাজুয়ালি ইনভেস্ট করতে থাকবে এবং আমরা আশা করছি যে, ২০৩০ এর মধ্যে এই পোর্টগুলোকে চালু করতে পারব।আমাদের গ্লোবাল

ফ্যাক্টরি হতে হবে।বে টার্মিনাল চট্টগ্রাম এলাকার সবচেয়ে বড় প্রকল্প।এটা ফ্লাগশিপ প্রকল্প। এটা যখন হয়ে যাবে, তখন এই এলাকার চেহারা আমরা আশা করছি কমপ্লিটলি চেঞ্জ হয়ে যাবে'।

তিনি বলেন, বে টার্মিনালে ২৫ হাজার লোকের যদি কর্মসংস্থান হয়, তাদের সাথে ২৫ হাজার ফ্যামিলি।তার মানে আমরা তো ইজিলি বলছি, এক লাখ লোক এ এলাকায় এসে থাকা শুরু করবে, এই এলাকায় কাজ করবে। তাদের বাসস্থান, তাদের চিকিৎসা, তাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা এবং তাদের যে শিক্ষা, তাদের ফ্যামিলির এডুকেশনের যে পার্টটা, এই পুরা এই প্ল্যানিংটাও আমাদের ওভারঅল পিকচারের মধ্যে নিয়ে আসা উচিত।

তিনি আরও বলেন, আপনারা দেখেছেন যে আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ফান্ডিংয়ে কিছু কাজ করছি। সরকার থেকে কিছু ফাইন্যান্সিং হচ্ছে। যেটা ব্রেক ওয়াটার হবে, সেটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ফান্ডিংয়ে হবে।আর সেই সাথে এডিবি আমাদের সাথে কাজ করছে।

এসময় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মোহাম্মদ শফিকুল আলম ও উপ প্রেস সচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ মজুমদার, চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এসএম মনিরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

বন্দর চেয়ারম্যান বলেন, এটাই হবে আসল সমুদ্র বন্দর।এখনি ১৩ মিটারের জাহাজ এসেছে পাশে। এটা যুগান্তকারী উন্নয়ন হবে। ২৫ হাজার সরাসরি কর্মসংস্থান হবে। এখানে চারটা টার্মিনাল করার পরিকল্পনা রয়েছে। ইনিশিয়ালি আমাদের তিনটা এপ্রুভ হয়েছে। টার্মিনাল ওয়ান যেটা পিএসএ সিঙ্গাপুর করবে, টার্মিনাল টু যেটা ডিপি ওয়ার্ল্ড করবে এবং টার্মিনাল থ্রি আমরা ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে করব, যারা কম্পিট করে আসতে পারে।আরেকটা টার্মিনাল আমরা এনার্জি টার্মিনাল প্ল্যানে রেখেছি।আমাদের যে ক্যাপাসিটি, প্রায় ৩ দশমিক ৫ মিলিয়ন টিইউএস ইজিলি করতে পারব। এটা হয়তো ৪ দশমিক ৫ এর উপরেও চলে যাবে, যদি

আমরা এখানে আরো অফডক অন্যান্য ফ্যাসিলিটিসগুলো করতে পারি। গ্রাউন্ড ব্রেকিং এই বছরের শেষের দিকে হবে।২০৩১ এর মধ্যে আমরা আশা করছি যে অপারেশনে যেতে পারব।

দুপুরে রেডিসন ব্লু চট্টগ্রাম বে ভিউতে ব্যবসায়ী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেবেন।

বিকেলে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে প্রেস ব্রিফিং করবেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী এবং প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মোহাম্মদ শফিকুল আলম।

বে টার্মিনাল কর্মসংস্থান

© 2025 TimesToday. All Rights Reserved.

Generated on 27 June, 2025 20:36

URL: https://www.timestodaybd.com/chittagong/2149956054